19 APR 2016

প্রথম আলো

তিন শিক্ষককে স্নাতকোত্তরের কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি

রাজধানী প্রতিবেদক ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তিন শিক্ষককে স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দিয়েছে প্রশাসন। এই তিন শিক্ষক হলেন সহযোগী অধ্যাপক মীর মোশারেফ হোসেন, প্রভাষক বর্ণনা ভৌমিক ও প্রভাষক প্রিয়াঙ্কা স্বর্ণকার।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, মীর মোশারেফ হোসেনের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। এই কথোপকথনের রেকর্ডও আছে। তাতে দুই নারী শিক্ষকের নামও এসেছে। তাই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষকে প্রধান করে সব অনুষদের ডিন ও রেজিস্ট্রারকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তবে ওই তিন শিক্ষকই বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে একতরফাভাবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ঘটনাকে ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন তাঁরা। কারণ জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাঁরা চিঠিও দিয়েছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক মীজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, সাংবাদিকতা বিভাগের কয়েকজন ছাত্রী সহযোগী অধ্যাপক মীর মোশারেফ হোসেনের বিরুদ্ধে তাঁদের হুমকি দেওয়া, খারাপ কথা বলাসহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ এনেছেন। এক ছাত্রী অভিযোগ করেছেন যে শিক্ষক মীর মোশারেফ হোসেনের প্রস্তাব শুনতে না চাইলে তাঁকে পরীক্ষায় কম নম্বর দেবেন বলে হুমকি দেওয়া হয়। উপাচার্য আরও বলেন, তদন্ত কমিটি কয়েকটি ভয়েস রেকর্ড পর্যালোচনা করে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে। এ কারণে কমিটির সদস্যরা বলেছেন যে ওই তিন শিক্ষককে স্নাতকোত্তরের শিক্ষা কার্যক্রমে রাখা যায় না। তাতে অভিযোগকারীরা বিপদে পড়তে পারেন। এ কারণে ১১ এপ্রিল থেকে ওই তিন শিক্ষককে স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে একতরফাভাবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তিন শিক্ষকের দাবি। তাঁদের মতে, ঘটনাটি ষড়যন্ত্রমূলক

মীর মোশারেফ হোসেন বলেছেন, অভিযোগগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তাঁরা বিভাগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার। তাঁদের সঙ্গে কোনো কথা না বলেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অপর দুই শিক্ষক—বর্ণনা ও প্রিয়াঙ্কাও বলেছেন, তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু অব্যাহতিসংক্রান্ত চিঠি পেয়েছেন। তাঁরা দুজনই বলেছেন, কারণ জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাঁরা চিঠি দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ আজ মঙ্গলবার তাঁদের সঙ্গে কথা বলবে। তদন্ত দলও কথা বলবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিভাগের দুজন শিক্ষক জানান, সম্প্রতি বিভাগের নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মীর মোশারেফ হোসেন ও বিভাগের চেয়ারপারসন হেলেনা ফেরদৌসীর মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। তখন বিভাগের ছয়জন শিক্ষক দুটি দলে ভাগ হয়ে যান। মীর মোশারেফ হোসেনসহ এক অংশ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করতে বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নিষেধ করেন। এ নিয়ে দুই পক্ষে মতবিরোধ বাড়তে থাকে। এর মধ্যে মীর মোশারেফ হোসেন হুমকি দিয়েছেন ও খারাপ কথা বলেছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেন বিভাগের কয়েকজন ছাত্রী। অভিযোগের কোনো তদন্ত না করে ১১ এপ্রিল ওই তিন শিক্ষককে স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে ১২ এপ্রিল ওই তিন শিক্ষককে পাঠদানে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিতে উপাচার্যকে লিখিত আবেদন জানান স্নাতকোত্তরের ৪০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ জন।

মীর মোশারেফ হোসেন বলেন, বিভাগের একাডেমিক কমিটির অনুমোদন ও বাজেট ছাড়াই নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তাই তিনি কিছু শিক্ষার্থীকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হতে অনুরোধ করেন। কাউকে কোনো হুমকি দেননি বা খারাপ কথা বলেননি।

হেলেনা ফেরদৌসী বলেন, বিভাগের একাডেমিক কমিটিতে ওই অনুষ্ঠানের অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল।